স্বপ্নবাসবদত্তম্

নামকরণ

সাধারণতঃ কোনো নাটকের নামকরণ তার কেন্দ্রীয় চরিত্রকে অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকাকে অবলম্বন করে করা হয়ে থাকে, যথা— মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ইত্যাদি। আবার নাটকের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— যার দ্বারা নাটকের সমগ্র কাহিনীই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার দ্বারাও নাটকের নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে অভিজ্ঞান-স্বরূপ রাজার আংটিটি দিতে চেয়ে দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি অনুরাগপূর্ণ সহৃদয়তা ব্যক্ত করেছেন; আংটিটি হারিয়ে যাওয়ায় শাপগ্রস্ত দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেন নি, শেষে আংটিটি ফিরে পাবার পর স্মৃতি ফিরে পেয়ে তিনি শকুন্তলার জন্য আগ্রহী হয়েছেন। এইভাবে অভিজ্ঞানটি এই নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নামটি সার্থক হয়েছে। তেমনি বলা হয় যে— স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে পঞ্চম অঙ্কের স্বপ্নদৃশ্যটি যৌগন্ধরায়ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী উদয়নের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর, পরস্পরবিচ্ছিন্ন উদয়ন ও বাসবদত্তার পুনর্মিলনের পথটি সুষ্ঠু ও অবাধ করে রেখেছে। স্বপ্নের ঘোরে উদয়ন বাসবদত্তাকে দেখে মনে মনে জেনেছেন যে, বাসবদত্তা জীবিতা আছেন এবং তাঁর প্রসাধনবর্জিত মুখ দেখে তিনি বাসবদত্তার চারিত্রিক সততা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এইভাবে স্বপ্নদৃশ্যটি এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং এই কারণে নাটকের নামকরণে স্বপ্নদৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামটি এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে— স্বপ্নপ্রধানং বাসবদত্তম্ = স্বপ্নবাসবদত্তম্ অর্থাৎ যে বাসবদত্তনাটকে স্বপ্নই প্রধান। কিংবা স্বপ্নজ্ঞাতা বাসবদত্তা এরূপ ব্যাসবাক্যের দ্বারা শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী সমাস। স্বপ্নে বাসবদত্তা জীবিত আছেন, এইভাবে রাজা কর্তৃক বাসবদত্তা পরিজ্ঞাতা হয়েছিলেন। নাটকের বিশেষণ হওয়াতে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' পদে নপুংসকত্ব হয়েছে এবং "হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য" সূত্রের দ্বারা অন্ত্যবর্ণ হ্রস্ব হয়েছে। এইভাবেই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মুদ্রারাক্ষসম্, রঘুবংশম্ ইত্যাদি গ্রন্থনাম সম্পন্ন হয়েছে।

আর একভাবে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামটি বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন— 'স্বপ্নশ্চ বাসবদত্তা চ' এই ব্যাসবাক্যের দ্বারা দ্বন্দ্বসমাস হয়ে "সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষৈকবদ্ভবতি" এরূপ পরিভাষাবচনের দ্বারা সমাহারদ্বন্দ্ব হয়েছে এবং 'স নপুংসকম্' সূত্রের দ্বারা ক্লীবলিঙ্গ হওয়াতে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' রূপটি নিষ্পন্ন হয়েছে। স্বপ্ন এবং বাসবদত্তা যে নাটকের বিষয়— এরূপ অর্থে স্বপ্নবাসবদত্তম্ পদটি নাটকপদের বিশেষণ হলেও রূপ স্বপ্নবাসবদত্তম্-ই হবে।

Scanned by CamScanner

অনেকের মতে— স্বপ্নবাসবদত্তম্ নামটি এই নাটকের পক্ষে যথাযথ হয় নি, কারণ, এ নাটকে স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনাটি বাসবদত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এটি নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়। নাটকের প্রথমাংশের ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নদৃশ্যের কোনো যোগ নেই। নাটকটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রধান; বলবান শত্রুকর্তৃক অধিকৃত কৌশাম্বীরাজের রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তিশালী মগধরাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যেই মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের কথা ভেবেছিলেন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। পদ্মাবতী উদয়নের মহিষী হবেন— দৈবজ্ঞগণের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ় করেছিল এবং উদয়নের প্রথমা পত্নী বাসবদত্তার আত্মত্যাগ তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলেছিল। এই সমস্ত ঘটনাই নাটকের আসল ঘটনা। স্বপ্নবাসবদত্তা নামকরণটি তাই নাটকের মুখ্যার্থসূচক নয়।

Scanned by CamScanner

স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনী-সংক্ষেপ

স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনীকে ভাসেরই অপর নাটক প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণের কাহিনীর পরবর্তী অংশ বলা যায়। বৎসরাজ উদয়ন অবন্তীরাজকন্যা বাসবদত্তাকে বিবাহ করে যখন সুখে কালাতিপাত করেছিলেন, তখন তাঁর শত্রু আরুণিকর্তৃক তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ অধিকৃত হয়। প্রভুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য উদয়নের বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হলে উদয়নের শক্তিবৃদ্ধি হবে—দৈবজ্ঞগণের এরূপ ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাসপূর্বক পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজার বিবাহ সংঘটিত করবার জন্য, বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও আত্মগোপন করেন এবং অগ্নিদাহে বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যু হয়েছে—এরূপ মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে দেন। এর পর থেকেই নাটকের ঘটনার শুরু। নাটকটি ছয় অঙ্কে বিভক্ত।

প্রথম অঙ্ক— নাটকের স্থাপনা অংশে সূত্রধার কর্তৃক মঙ্গলাচরণমূলক শ্লোক পঠিত হওয়ার পর সূত্রধারেরই কথা থেকে জানা গেল যে, মগধরাজকন্যা তপোবনে আসাতে তাঁর ভৃত্যবর্গ তপোবনের লোকজনকে সামনে থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এর পর প্রথম অঙ্কের শুরুতে পরিব্রাজক-ব্রাহ্মণের বেশধারী যৌগন্ধরায়ণ এবং আবন্তিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা ঐ তপোবনে এসে প্রবেশ করলেন এবং কার নির্দেশে শান্তচিত্ত ঋষিগণের বাসভূমি তপোবনে এরূপ ত্রাসের সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে কথা ভেবে যৌগন্ধরায়ণ বিস্মিত হলেন। ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তা, তাঁকেও এরকম রূঢ়ভাবে উৎসারিত করা হবে ভেবে বিচলিত হলেন; কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে—রাজমহিষীরূপে তিনিও একদা সসম্মানে গমনাগমন করতেন, এবং উদয়নের বিজয়লাভের পর পুনরায় তিনি সেই গৌরব ফিরে পাবেন। চক্রের অরপংক্তির ন্যায় মানুষের ভাগ্যও সদা পরিবর্তনশীল, সুতরাং এ বিষয়ে বিচলিত হওয়া তাঁর উচিত নয়। এরপরে মগধরাজের কাঞ্চুকীয় এসে ভৃত্যবর্গকে ত্রাস সৃষ্টি করতে নিষেধ করলেন এবং তিনি জানালেন যে—রাজমাতাকে দর্শন করতে এসে পদ্মাবতী সেই তপোবনে উপস্থিত হয়েছেন; কিন্তু তিনি ধর্মপ্রিয়া এবং তিনি চান না যে, তপস্বিগণের ধর্মকর্মে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। বরঞ্চ রাজকুমারী পদ্মাবতীর হয়ে কাঞ্চুকীয় ঘোষণা করলেন যে—ধর্মকর্মানুষ্ঠানের জন্য তপস্বিগণের যার যা প্রয়োজন, তিনি তাদের সেই সেই বস্তু দান করতে চান। পদ্মাবতীকে দেখে প্রথম থেকেই যৌগন্ধরায়ণের তাঁর প্রতি ভবিষ্যৎ প্রভুপত্নীরূপে আত্মীয়তাবোধ জন্মেছিল, বাসবদত্তাও তাঁর প্রতি ভগিনীস্নেহ অনুভব করেছিলেন। এখন কাঞ্চুকীয়ের ঘোষণা শুনে যৌগন্ধরায়ণ তার সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং নিজ-ভগিনীপরিচয়ে বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর আশ্রয়ে গচ্ছিত রাখতে চাইলেন। দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুভার জেনেও

Scanned by CamScanner

পদ্মাবতী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং যৌগন্ধরায়ণও বাসবদত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন।

এই সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তিনি লাবাণকগ্রামে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে উদয়নের অনুপস্থিতিতে অগ্নিদাহে বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যু হয়েছে এবং উদয়ন বাসবদত্তার শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। উদয়নের অন্যান্য মন্ত্রীরা উদয়নকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ায় সমগ্র লাবাণকগ্রামে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে এবং ব্রহ্মচারীও অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। ব্রহ্মচারীর কথায় যৌগন্ধরায়ণ উদয়নের বর্তমান অবস্থা এবং রুমন্বান্ প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রীরা যে তাঁর যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, সে সম্বন্ধে জানতে পারলেন। বাসবদত্তা উদয়নের বর্তমান অবস্থার কথা জেনে কাতর হলেও তাঁর প্রতি রাজার স্নেহাতিশয্যে প্রীতও হলেন। পদ্মাবতী পত্নীবিয়োগকাতর উদয়নের প্রতি সমবেদনা অনুভব করলেন।

কথাবার্তা সমাপ্ত হলে ব্রহ্মচারী, যৌগন্ধরায়ণ ও কাঞ্চুকীয়ের কাছে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। যৌগন্ধরায়ণও ভগিনীরূপিণী বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর কাছে রেখে স্বয়ং বিদায় চাইলেন। 'পুনরায় দেখা হবে' —এই আশা প্রকাশ করে কাঞ্চুকীয় তাঁকে বিদায় দিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখে পরিজনবর্গসহ কাঞ্চুকীয়, পদ্মাবতী এবং বাসবদত্তা সেখানে উপবিষ্টা তাপসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক— দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখি যে, পদ্মাবতীর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে এবং উভয়ে ক্রীড়াকৌতুকে ও নানাবিধ রসালাপে সময় অতিবাহিত করছেন। কথাপ্রসঙ্গে বাসবদত্তা পদ্মাবতীর চেটীর নিকট থেকে জানতে পারলেন যে, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের পুত্রের সঙ্গে পদ্মাবতীর যে বিবাহসম্বন্ধ এসেছে, পদ্মাবতী তা পছন্দ করছেন না। তিনি নিজে বৎসরাজ উদয়নের গুণমুগ্ধা এবং তাঁকেই স্বামীরূপে লাভ করতে ইচ্ছুক। বৎসরাজ উদয়ন কুরূপ কিনা, চেটীর এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বাসবদত্তা বললেন যে—তিনি দেখতে সুন্দরই এবং নিজের পরিচয় যাতে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে, সেজন্য আবার বললেন যে—জনসাধারণ এইরূপই বলে থাকে। এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে পদ্মাবতীর ধাত্রী এসে প্রবেশ করলেন এবং জানালেন যে—বৎসরাজ উদয়নের হাতে পদ্মাবতীকে সমর্পণ করা হয়েছে। সংবাদটি বাসবদত্তার কাছে দুঃসংবাদ বলে মনে হল এবং তিনি জানতে চাইলেন যে—উদয়ন স্বয়ং পদ্মাবতীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন কিনা। তিনি শুনে আশ্বস্ত হলেন যে, উদয়ন স্বয়ং বিবাহ করতে চান নি। তিনি অন্য প্রয়োজনে মগধরাজ্যে এসেছিলেন। মগধরাজ দর্শক তাঁর উচ্চবংশ, বিশিষ্ট জ্ঞান, বয়স এবং

Scanned by CamScanner

রূপ দেশে স্বয়ং তাঁর হাতে পদ্মাবতীকে প্রদান করেছেন। আর একজন চেটী তখনই প্রবেশ করে জানাল—মহারাণী জানিয়েছেন যে, শুভদিন হওয়াতে পদ্মাবতীর বিবাহের কৌতুকমঙ্গল সেদিনই করা হবে। বাসবদত্তার মনে হল—পদ্মাবতীর বিবাহের জন্য সকলে যত তাড়াতাড়ি করছে, তাঁর চিত্তাকাশও ততই গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হচ্ছে।

তৃতীয় অঙ্ক— উদয়ন-পদ্মাবতীর বিবাহ উপলক্ষ্যে সমগ্র মগধরাজ্য আনন্দে পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র বাসবদত্তাই উদয়নকে হারানোর দুঃখে কাতর হয়ে একাকী প্রমোদবনে কালাতিপাত করছিলেন। দুঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হলেও কেবলমাত্র আর্যপুত্রকে পুনরায় দেখবার বাসনাতেই তিনি জীবনধারণ করে আছেন। তাঁর স্বগত চিন্তার মধ্যেই একজন চেটী সেখানে এল এবং মগধরাজমহিষীর নির্দেশমত বাসবদত্তাকেই পদ্মাবতীর বিবাহের মালিকা গেঁথে দেবার জন্য অনুরোধ করল। বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে, এজন্য তাড়াতাড়ি মালা গেঁথে দেওয়ার জন্য চেটী বাসবদত্তাকে অনুরোধ করল এবং বাসবদত্তাও হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করা সত্ত্বেও নিঃশব্দে মালা গাঁথতে আরম্ভ করলেন। মালা গাঁথবার সময় তিনি অন্যান্য পুষ্পের সঙ্গে অবিধবাকরণ নামক ঔষধ বেশী করে সংযুক্ত করতে লাগলেন নিজের জন্য ও পদ্মাবতীর জন্যও। কিন্তু সপত্নীমর্দন নামক ঔষধটি তিনি নিষ্প্রয়োজন বলে সরিয়ে রাখলেন এবং চেটীকে বললেন যে—পদ্মাবতীর সপত্নী বাসবদত্তা তো মারা গিয়েছেন বলে সবাই জানে। এমন সময় অপর একজন চেটী প্রবেশ করে বলল যে—বিবাহানুষ্ঠানের জন্য জামাতাকে অন্তঃপুরের চতুঃশালাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একথা শুনে প্রথমা চেটী মালাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাসবদত্তা তাকে বিদায় দিয়ে দুঃখ বিনোদনের জন্য শয্যাতেই শয়ন করলেন—যদি নিদ্রা আসে, এই মনে করে।

চতুর্থ অঙ্ক— চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে প্রবেশ অংশে আমরা দেখি যে, রাজবয়স্য বিদূষক রাজা উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। কারণ, রাজপ্রাসাদে থেকে সে এখন সব রকম আরাম উপভোগ করতে পারছে। কিন্তু একটি বিষয়ে তার বড়োই অসুবিধা দেখা দিয়েছে—সে বর্তমানে উত্তম আহার্যদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক করতে পারছে না, ফলে উদরের অস্বস্তির জন্য তার সুপ্রচ্ছাদিত শয্যাতেও নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চেটীর কাছেও বিদূষক নিজের এই দুরবস্থার কথা জানিয়ে নিজেকে হতভাগ্য বলে বর্ণনা করেছে।

এরপর চতুর্থ অঙ্কের প্রথমাংশে আমরা পদ্মাবতী, বাসবদত্তা ও চেটীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁরা প্রমোদবনে এসেছেন, কারণ পদ্মাবতী শেফালিকাগুচ্ছে ফুল ফুটেছে কিনা দেখতে চান। চেটী বলল—প্রবালযুক্ত মুক্তাফলের মতো ফুলে শেফালিকাবৃক্ষ আচ্ছাদিত হয়েছে এবং পদ্মাবতীকে দেখাবার জন্য সে পুষ্পচয়ন করতে লাগল। কিছুটা তোলা হলে পদ্মাবতী আর চয়ন করতে তাকে নিষেধ করলেন; কারণ, উদয়ন

Scanned by CamScanner

সেখানে এলে পুষ্পিত বৃক্ষের শোভা দেখে আনন্দিত হতে পারেন। বাসবদত্তা কথাপ্রসঙ্গে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে—স্বামী তার কাছে প্রিয় কিনা। পদ্মাবতী সরলভাবে উত্র দিলেন যে—উদয়নের বিরহে তিনি উৎকণ্ঠিত হন এছাড়া তিনি আর কিছু বলতে পারেন না। পদ্মাবতী আরও বললেন যে—উদয়ন তাঁর কাছে যেমন প্রিয়, বাসবদত্তার কাছেও সেরূপ প্রিয় ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। বাসবদত্তা উত্তরে বলে ফেললেন যে—উদয়ন বাসবদত্তার কাছে এর থেকেও বেশী প্রিয় ছিলেন। কারণ, তা না হলে বাসবদত্তা উদয়নের জন্য স্বজন ত্যাগ করতেন না। চেটী এই সময় পদ্মাবতীকে উদয়নের কাছে বীণা শিক্ষার জন্য পরামর্শ দিল। পদ্মাবতী বললেন যে—তাঁকে বীণা শেখানোর জন্য তিনি উদয়নকে বলেছিলেন, কিন্তু উদয়ন কোনো কথা না বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করেছিলেন। এতে পদ্মাবতীর মনে হয়েছে যে আর্যা বাসবদত্তার গুণাবলী স্মরণ করে উদয়ন দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের এরূপ কথোপকথনের মধ্যে উদয়ন এবং বিদূষক প্রমোদবনে এসে প্রবেশ করলেন। বিদূষক শরৎকালের নির্মল আকাশে রমণীয় ভঙ্গিতে উড়ে যাওয়া সারসপংক্তির দিকে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পদ্মাবতী, বাসবদত্তা পরপুরুষের সামনে সঙ্কুচিতা হবেন— এই ভেবে রাজা ও বিদূষকের সম্মুখীন না হয়ে পার্শ্ববর্তী মাধবীলতামণ্ডপে বাসবদত্তা ও চেটীসহ আত্মগোপন করে রইলেন। বিদূষক চারদিকে তাকিয়ে শেফালিকাগুচ্ছ থেকে ফুল তোলা হয়েছে দেখে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল—পদ্মাবতী নিশ্চয় সেখানে এসে আবার চলে গিয়েছেন। উদয়ন ও বিদূষককে একসঙ্গে দেখে বাসবদত্তার মনে পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। পদ্মাবতীর জন্য রাজা সেখানেই অপেক্ষা করতে চাইলে, বিদূষক রৌদ্রের তেজ তীক্ষ্ণ হয়েছে—এই কারণ দেখিয়ে মাধবীলতামণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল। তার জন্য পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার আত্মগোপন করা পণ্ড হয় দেখে, চেটী সম্মুখবর্তী ভ্রমরযুক্ত একটি লতাকে নাড়াতে লাগল। ভ্রমরগুলি ত্রস্ত হয়ে ইতস্ততঃ উড়তে থাকলে রাজা বিদূষককে লতামণ্ডপে প্রবেশ করতে বারণ করলেন এবং মণ্ডপের সামনেই উপবেশন করলেন। পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা মণ্ডপের ভিতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। এদিকে প্রমোদবনকে জনশূন্য মনে করে, সুযোগ বুঝে বিদূষক রাজার কাছে জানতে চাইল যে—পূর্বের দেবী বাসবদত্তা এবং এখন আর্যা পদ্মাবতী—এই দু'জনের মধ্যে কে উদয়নের কাছে বেশী প্রিয়। বিদূষকের এরূপ প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে উদয়ন প্রথমে উত্তর দিতে অস্বীকার করলেও পরে বিদূষকের পীড়াপীড়িতে বললেন যে—পদ্মাবতী রূপে-গুণে তাঁর প্রিয়পাত্রী হলেও, বাসবদত্তার প্রতি বদ্ধ তাঁর মনকে হরণ করতে পারেন নি। আড়াল থেকে বাসবদত্তা একথা শুনে মনে করলেন যে, তিনি তাঁর কষ্টের যথোচিত পুরস্কারই পেলেন। পদ্মাবতীও একথা শুনে উদয়ন যে এখনও বাসবদত্তার গুণ স্মরণ করছেন, এজন্য উদয়নের প্রশংসাই

Scanned by CamScanner

করলেন। এরপর রাজা উদয়নও বিদূষকের কাছে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী এই দুজনের মধ্যে কে তার বেশী প্রিয় জানতে চাইলে, বিদূষক দু'জনেরই প্রশংসাপূর্বক পদ্মাবতীর একটি বিশেষ গুণের কথা বলল যে—তিনি প্রায়ই উৎকৃষ্ট সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে বিদূষকের খোঁজ নিয়ে থাকেন। একথা শুনে রাজা বিদূষককে ভয় দেখিয়ে বললেন যে—তিনি বিদূষকের এই সমস্ত কথা দেবী বাসবদত্তার কাছে বলে দেবেন। বিদূষক তাঁকে তখন স্মরণ করিয়ে দিল, দেবী বাসবদত্তা বহুদিন হল মারা গিয়েছেন। উদয়ন এতক্ষণ বিদূষকের সঙ্গে লঘু কথাবার্তায় প্রফুল্লতা অনুভব করছিলেন, এখন বাসবদত্তার মৃত্যুর কথা মনে হওয়াতে বিষাদাচ্ছন্ন হলেন। বিদূষক তাঁকে ভাগ্যের অনতিক্রমণীয়তা বিষয়ে মনে করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিল এবং ধৈর্য অবলম্বন করতে বলল। এরপর উদয়নের মুখ অশ্রুপাতক্লিষ্ট দেখে বিদূষক মুখ ধোওয়ার জন্য জল আনতে গেল। রাজার দৃষ্টি অশ্রুভারাক্রান্ত দেখে, এই সুযোগে পদ্মাবতী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চলে যেতে চাইলেন। বাসবদত্তা কিন্তু উৎকণ্ঠিত উদয়নের কাছে পদ্মাবতীকে থাকতে বলে নিজেই সেই স্থান ত্যাগ করলেন। পদ্মাবতী উদয়নের সমীপে গমন করলেন, বিদূষকও মুখ ধোওয়ার জল নিয়ে এল। বিদূষক এবং উদয়ন উভয়েই পদ্মাবতীর কাছে সত্য গোপন করে বললেন যে—বায়ুতাড়িত হয়ে কাশফুলের রেণু চোখে পড়ায় উদয়নের দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণ হয়েছে। পদ্মাবতীও সব জেনেও কিছু বললেন না। এরপর বিদূষক উদয়নকে স্মরণ করিয়ে দিল যে—সেদিন অপরাহ্নকালে উদয়নেরই সম্মানের জন্য মগধরাজ দর্শক সুহৃদ্বর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন; সেখানে উপস্থিত থাকা উদয়নের কর্তব্য। অতএব উদয়নের গাত্রোত্থান করা দরকার। উদয়নও বিদূষকের কথামতো রাজসভায় যাবার জন্য প্রমোদবন থেকে পদ্মাবতী ও বিদূষকের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পঞ্চম অঙ্ক — পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা শুরু হয়েছে পদ্মাবতীর অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে। পদ্মাবতী শীর্ষবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন এবং সমুদ্রগৃহে তাঁর শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে উদয়ন বিদূষককে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রগৃহে উপস্থিত হলেন, কিন্তু পদ্মাবতীকে সেখানে না দেখে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে উদয়ন তাঁরই শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। উদয়নকে নিদ্রিত দেখে বিদূষক তাঁকে একাকী রেখে তার গায়ের চাদরটি আনতে গেল। এদিকে বাসবদত্তাও (যিনি ছদ্মপরিচয়ে মগধরাজ অন্তঃপুরে তখনও বাস করছিলেন) পদ্মাবতীকে দেখবার জন্য সেখানে এলেন এবং অস্পষ্ট দীপালোকে নিদ্রিত উদয়নকে দেখে তাঁকেই পদ্মাবতী মনে করলেন এবং পদ্মাবতীর প্রতি স্নেহবশতঃ তিনিও সেই শয্যার একপাশে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু নিদ্রিত উদয়ন স্বপ্নের ঘোরে বাসবদত্তার নাম ধরে ডেকে উঠতেই বাসবদত্তা চমকিত হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! পরে উদয়নকে নিদ্রিত দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং স্বপ্নে উদয়ন বাসবদত্তাকে উদ্দেশ্য করে যা-যা বলছিলেন,

Scanned by CamScanner

দিলেন। পূর্বকালে উদয়ন বাসবদত্তাকে নিয়ে অবন্তীরাজ্য থেকে চলে এলে বাসবদত্তার পিতা-মাতা তাঁদের প্রতিকৃতি এই দু'খানি চিত্রে অঙ্কিত করে তাঁদের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ছবি দু'খানি দেওয়ার সময় উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাসবদত্তার ছবি দেখতে আগ্রহী হলেন; উদয়ন বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন, কিন্তু পদ্মাবতী যুগপৎ প্রহৃষ্টা ও উদ্বিগ্না হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উদয়নকে জানালেন যে—এই প্রতিকৃতির সদৃশ এক রমণী তাঁরই অন্তঃপুরে বাস করেন। উদয়নের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে এক ব্রাহ্মণ ভগিনী পরিচয়ে এই রমণীকে তাঁর কাছে ন্যাসরূপে রেখে গিয়েছিলেন। উদয়ন এই কথা শুনে প্রথমে উৎফুল্ল হলেও পরমুহূর্তে ব্রাহ্মণের ভগিনী শুনে তিনি ভাবলেন—'পরস্পরগতা লোকে দৃশ্যতে রূপতুল্যতা' (পৃথিবীতে পরস্পরের রূপ সাদৃশ্য তো দেখাই যায়)।

ঠিক এই সময়েই ব্রাহ্মণবেশী যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর কাছে ন্যাসরূপে রক্ষিত ভগিনীরূপিণী বাসবদত্তাকে প্রতিগ্রহণ করার ছলে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যদিও উদয়নেরই হিতার্থে বাসবদত্তাকে উদয়নের নিকট থেকে অপসারিত করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, উদয়নও সমৃদ্ধিলাভ করেছেন; তবুও সব জেনে উদয়ন কি বলবেন—এই আশঙ্কাতে তাঁর মন কম্পিত হচ্ছিল। আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তাকে রাজসভায় নিয়ে আসা হ'ল এবং বাসবদত্তার ধাত্রী তাঁকে দেখেই বাসবদত্তা বলে চিনে ফেলল। তখন বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণ উভয়ে আত্মপ্রকাশ করে উদয়নের জয়বার্তা ঘোষণা করলেন। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে অপসারিত করার জন্য রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উদয়ন কিন্তু তাঁর হিতৈষণা ও কর্মকুশলতার জন্য প্রশংসা করে বললেন—

মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
ভবদ্‌যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ।।

পদ্মাবতীও বাসবদত্তাকে তাঁর জ্যেষ্ঠা জানতে পেরে, এতদিন তার সঙ্গে সখীর মত আচরণ করবার জন্য নতমস্তকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বাসবদত্তা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এরপর বাসবদত্তার পিতামাতাকে তাঁদের কন্যার কুশলবার্তা দেবার জন্য স্থির হল যে, তাঁরা সকলে পদ্মাবতীসহ অবন্তীরাজ্যে গমন করবেন।

এরপর ভরতবাক্য পাঠের দ্বারা নাটকের সমাপ্তি।

Scanned by CamScanner

তিনি তার উত্তর দিতে লাগলেন। পরক্ষণেই, অন্য কেউ তাঁকে দেখে ফেলবে এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়লে যৌগন্ধরায়ণের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কা করে তিনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে উদয়নের যে হাতখানি শয্যা থেকে ঝুলে পড়েছিল, সেটিকে শয্যায় তুলে দিয়ে যাবার ইচ্ছা দমন করতে পারলেন না। তাঁর স্পর্শে উদয়নের নিদ্রা ভঙ্গ হল। বাসবদত্তাকে দেখে তিনি তাকে ধরতে গেলেন, কিন্তু দরজায় ধাক্কা খেয়ে তাঁর গতি রুদ্ধ হল। ইত্যবসরে বাসবদত্তা চলে গেলেন। এরপর বিদূষক ফিরে এলে উদয়ন তাকে বাসবদত্তাকে দেখার কথা জানালেন এবং বললেন যে—বাসবদত্তা মৃতা, এই কথা বলে রুমন্বান্ তাঁকে প্রতারিত করেছে। কিন্তু বিদূষক সেকথা মানতে চাইল না, সে বলল—তিনি বাসবদত্তার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন। সেকথা শুনে উদয়ন বললেন— এ যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে সে স্বপ্ন না ভাঙ্গাই ভালো। আর যদি এ তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহলে তাঁর সে ভ্রম যেন চিরস্থায়ী হয়—

যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্।।

তথাপি বিদূষকের বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে, সে রাজার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিল না। সে আরও বলল—সেই নগরে বাসবদত্তা নাম্নী যে যক্ষিণী বাস করে, হয়তো রাজা তাকেই স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু রাজা বিদূষককে বার বার বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি জাগরিত হয়ে বিরহব্রতধারিণী বাসবদত্তাকেই দেখেছেন।

এর অব্যবহিত পরেই কাঞ্চুকীয়ের মারফৎ সংবাদ এল যে, মগধরাজ দর্শক এবং উদয়নের মন্ত্রী রুমন্বান্ সসৈন্যে শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্য সজ্জিত হয়ে রাজা উদয়নের জন্য অপেক্ষা করছেন। শুনে উদয়ন যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্থান করলেন। এইখানেই পঞ্চম অঙ্কের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ অঙ্ক— ষষ্ঠ অঙ্কটি স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের শেষ অঙ্কও বটে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীকে এই ষষ্ঠ অঙ্কে সুসংবদ্ধ ও অনিবার্য পরিণতিতে পৌঁছে দিয়ে নাট্যকার তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পর মগধরাজের সহায়তা লাভ করে উদয়ন বৎসরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাসবদত্তার জন্য তাঁর শোকের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হলেও, বাসবদত্তার স্মৃতি তাঁকে এখনও কাতর করে তোলে। এমন সময় একদিন অবন্তীরাজ্য থেকে বাসবদত্তার পিতা প্রদ্যোত ও মাতা মহাদেবী উদয়নের বিজয়লাভে আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য কাঞ্চুকীয় ও বাসবদত্তার ধাত্রীকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ করলেন। বাসবদত্তার অগ্নিদগ্ধা হয়ে মারা যাবার সংবাদ তাঁরা পেয়েছিলেন। সে ব্যাপারে জামাতাকে সান্ত্বনা বাণী প্রেরণ করে তাঁরা জামাতার চিত্তবিনোদনের জন্য উদয়ন-বাসবদত্তার দু'খানি ছবি কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রীর মাধ্যমে উদয়নের নিকট পাঠিয়ে

Scanned by CamScanner

থেকে গেলেন। পরে রাজার একখানি হাত শয্যা থেকে নীচে ঝুলে পড়লে সেই হাত বিছানায় তুলে দিয়ে পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভেবে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বাসবদত্তার স্পর্শে রাজার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বাসবদত্তাকে এক পলকে দেখতে যেই এগোলেন অমনি দ্বারে আঘাত পেয়ে আহত হন। এমন সময় বিদূষক এলে রাজা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বিদূষককে বলতে গিয়ে পরম আত্মতৃপ্তিতে বলেন —

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।

অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্।"

বিদূষক তাঁকে বোঝালেন বাসবদত্তা মারা গেছেন তিনি আসতে পারেন না। এটা স্বপ্ন মাত্র। বিদূষকের কথায় রাজার সংশয় পুরোপুরি দূর হল না। তাঁর মতে বাসবদত্তা জীবিত আছেন।

ইত্যবসরে কাঞ্চুকীয় এসে সংবাদ দিল যে, অমাত্য রুমণ্বান আরুণিকে বধ করার জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছেন। রাজা উৎসাহিত হয়ে শত্রুরাজাকে বধ করতে কৃতসংকল্প হলেন।

স্বপ্নদৃশ্যের তাৎপর্য — পঞ্চম অঙ্কের এই স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা, নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকটির স্বপ্নবাসবদত্তম্ নামকরণও পঞ্চম অঙ্কের স্বপ্নদৃশ্যটি থেকেই হয়েছে।

নাম হল পরিচয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নামকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাহিত্যে নামকরণ বিভিন্ন প্রকারে হয় — বিষয়কেন্দ্রিক, ব্যক্তিপ্রধান, ব্যঞ্জনাগর্ভ ইত্যাদি। এ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন —

"নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।

নায়িকা-নায়কাখ্যানং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু"।।

অর্থাৎ, যাতে নাটকের ভিতরের অর্থ প্রকাশ পায়, অথবা নাটকের কাহিনির মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয় — এইরূপ কোনো বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করে নাটকের নামকরণ করা হয়।

সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন নাট্যকার ভাসের শ্রেষ্ঠ ছয় অঙ্কের নাটকের নাম স্বপ্নবাসবদত্তম্। এই নাটকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল — স্বপ্নে দৃষ্টা বাসবদত্তা ইতি স্বপ্নবাসবদত্তা — শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। নাটকের বিশেষণ হওয়ায় ক্লীবলিঙ্গের একবচনে স্বপ্নবাসবদত্তম্ হয়েছে। নাটকের মধ্যে স্বপ্নদর্শনরূপ একটি বিশেষ ঘটনার অবতারণা করায় এইরূপ নামকরণ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তা ছাড়া বাসবদত্তা যেমন এই নাটকের নায়িকা, তেমনই আবার তিনি প্রধানা মহিষীরূপেও চিহ্নিতা, সেইসঙ্গে স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে নাটকের নায়ক উদয়নের বাসবদত্তার প্রতি যে গভীর মানসিক মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে — তারও উল্লেখ আছে।

সমালোচকদের মধ্যে এই নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তাঁদের মতে নাটকের প্রথমদিকের অঙ্কগুলিতে স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। শুধু পঞ্চম অঙ্কে আছে। তা ছাড়া নাটকের পুষ্টির পক্ষে স্বপ্নদৃশ্য ঘটনা তো কোনো উপকারই করেনি, বরং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাই এই নামকরণ সার্থক নয়।

কিন্তু আমার মতে স্বপ্নদৃশ্য ঘটনাটি নাটকের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। (ক) কুশী নাট্যকার ভাস সুকৌশলে স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে নাটকের মূল লক্ষ্যে পৌঁছোনোর রাস্তাটিকে সুগম করেছেন। প্রধানত মনস্তত্ত্বপ্রধান এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য উদয়নের রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা রানি বাসবদত্তার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন — যেটা নাটকের শেষে দেখানো হয়েছে। (খ) এই নাট্যদৃশ্যের কারণেই বাসবদত্তা বেঁচে আছেন বলে উদয়নের মনে আশার সঞ্চার হওয়ার পরবর্তী ঘটনাগুলি অতি সহজে সংঘটিত হয়েছে। (গ) সুকৌশলে উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নাট্যকার পাঠকচিত্তকে রসাপ্লুত করেছেন। (ঘ) বিরহকাতর রাজার বাসবদত্তার প্রতি উন্মুখ মন পদ্মাবতী লাভেও শান্ত হয়নি, অথচ সেই ব্যাকুলতা স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে প্রশমিত হয়েছে এবং অশান্ত মনকে অনাবিল শান্তি দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

হয়েছে?

উত্তর এখানে বক্তা হলেন বৎসরাজ উদয়ন। পদ্মাবতীকে তিনি এই বলে প্রশ্ন করেছেন। "সঃ ব্রাহ্মণঃ" হলেন পরিব্রাজকের ছদ্মবেশধারী বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, যিনি পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে নিজের বোন পরিচয়ে গচ্ছিত রেখে ছিলেন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রতিটির মান ১০

প্রশ্ন ১ নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

উত্তর নাম হল পরিচয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নামকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাহিত্যে নামকরণ বিভিন্ন প্রকারে হয় — বিষয়কেন্দ্রিক, ব্যক্তিপ্রধান, ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রভৃতি। এ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন —

"নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।
নায়িকা-নায়কখ্যানং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু।।"

অর্থাৎ, যাতে নাটকের ভিতরের অর্থ প্রকাশ পায়, অথবা নাটকের কাহিনির মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয় — এইরূপ কোনো বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করে নাটকের নামকরণ করা হয়।

সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন নাট্যকার ভাসের শ্রেষ্ঠ ছয় অঙ্কের নাটকের নাম স্বপ্নবাসবদত্তম্। এই নাটকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল — স্বপ্নে দৃষ্টা বাসবদত্তা ইতি স্বপ্নবাসবদত্তা — শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। নাটকের বিশেষণ হওয়ায় ক্লীবলিঙ্গের একবচনে স্বপ্নবাসবদত্তম্ হয়েছে। নাটকের মধ্যে স্বপ্নদর্শনরূপ একটি বিশেষ ঘটনার অবতারণা করায় এইরূপ নামকরণ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তা ছাড়া বাসবদত্তা যেমন এই নাটকের নায়িকা, তেমনই আবার তিনি প্রধানা মহিষীরূপেও চিহ্নিতা, সেইসঙ্গে স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে নাটকের নায়ক উদয়নের বাসবদত্তার প্রতি যে গভীর মানসিক মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে — তারও উল্লেখ আছে।

সমালোচকদের মধ্যে এই নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তাঁদের মতে নাটকের প্রথমদিকের অঙ্কগুলিতে স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। শুধু পঞ্চম অঙ্কে আছে। তা ছাড়া নাটকের পুষ্টির পক্ষে স্বপ্নদৃশ্য ঘটনা তো কোনো উপকারই করেনি, বরং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাই এই নামকরণ সার্থক নয়।

কিন্তু আমার মতে স্বপ্নদৃশ্য ঘটনাটি নাটকের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার — (ক) কুশী নাট্যকার ভাস সুকৌশলে স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে নাটকের মূল লক্ষ্যে পৌঁছোনোর রাস্তাটিকে সুগম করেছেন। প্রধানত মনস্তত্ত্বপ্রধান এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য উদয়নের রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা রানি বাসবদত্তার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন — যেটা নাটকের শেষে দেখানো হয়েছে। (খ) এই নাট্যদৃশ্যের কারণেই বাসবদত্তা বেঁচে আছেন বলে উদয়নের মনে আশার সঞ্চার হওয়ার পরবর্তী ঘটনাগুলি অতি সহজে সংঘটিত হয়েছে। (গ) সুকৌশলে উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নাট্যকার পাঠকচিত্তকে রসাপ্লুত করেছেন। (ঘ) বিরহকাতর রাজার বাসবদত্তার প্রতি উন্মুখ মন পদ্মাবতী লাভেও শান্ত হয়নি, অথচ সেই ব্যাকুলতা স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে প্রশমিত হয়েছে এবং অশান্ত মনকে অনাবিল শান্তি দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

আবন্তিকা পরস্পর উদয়নের পত্নীপ্রেমের বিচারবিশ্লেষণ করতে লাগলেন। এমন সময় উদ্যানে এলেন বিদূষক ও উদয়ন। তাঁদের আসতে দেখে পদ্মাবতী, আবন্তিকা ও চেটী মাধবীলতাকুঞ্জে আত্মগোপন করে গোপনে উদয়ন ও বিদূষকের কথোপকথন শুনতে লাগলেন।

বিদূষক প্রমোদকাননে জনশূন্য দেখে কৌতূহলী হয়ে রাজাকে প্রশ্ন করলেন যে, উদয়নের কাছে তখনকার বাসবদত্তা এবং এখনকার পদ্মাবতী — এই দুয়ের মধ্যে কে রাজার অধিক প্রিয়। রাজা প্রথমে বলতে না-চাইলেও বিদূষকের অধিক পীড়াপীড়িতে রাজা বললেন —

"পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।

বাসবদত্তাবন্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি॥"

অর্থাৎ, পদ্মাবতীর মতো অত্যন্ত রূপবতী, গুণবতী তরুণী পত্নী লাভ করলেও বাসবদত্তার প্রতি তাঁর প্রেম কিছুমাত্র কমেনি। এর পর রাজা বিদূষককে বলপ্রয়োগের কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে জানতে চাইলেন কে বিদূষকের কাছে প্রিয়া। রাজার প্রশ্নের উত্তরে বিদূষক বলেন, দেবী বাসবদত্তা তাঁর কাছে বেশি শ্রদ্ধেয়া।

গোপনে তাঁর প্রতি স্বামীর গভীর ভালোবাসা জেনে বাসবদত্তা আনন্দিত হলেন, আর পদ্মাবতী মনে কষ্ট পেলেও উদয়নের গভীর প্রেমের প্রশংসা করলেন। বাসবদত্তার শোকে উদয়নের চোখে জল এলে বিদূষক তাঁর চোখ ধোয়ার জন্য জল আনতে গেলেন। সেই সুযোগে পদ্মাবতীকে উদয়নের কাছে রেখে আবন্তিকা ও চেটী চলে গেলেন। বিদূষক জল নিয়ে এলে পদ্মাবতী তাঁর কাছে উদয়নের চোখে জল কেন জিজ্ঞাসা করেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিদূষক পরে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলেন যে, কাশকুসুমরেণু পড়ায় প্রভু সাশ্রুনেত্র হয়েছেন। নববিবাহিতা পদ্মাবতী অপ্রিয় সত্য শুনে ব্যথিতা হবেন এই আশঙ্কায় রাজাও ছলের আশ্রয় নিয়ে বিদূষকের কথা সমর্থন করেন। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে বিদূষক বলেন যে, এখন উদয়নের মহারাজ দর্শকের সঙ্গে দেখা করা উচিত। উদয়নও ওই প্রস্তাব সমর্থন করলে সবাই চলে গেলেন।

চতুর্থ অঙ্কের তাৎপর্য — এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত প্রমোদকাননে উদয়ন ও বিদূষকের কথোপকথনের নাটকীয় গুরুত্ব অনেক। ***প্রথমত***, অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত নাটকে বিদূষক একটি অপরিহার্য চরিত্র, যেটি আমরা প্রথম এই চতুর্থ অঙ্কে পাই। ***দ্বিতীয়ত***, প্রথম তিনটি অঙ্কের গম্ভীর পরিবেশকে এখানে বিদূষক হাস্যরসের দ্বারা একটু লঘু করে বৈচিত্র্য এনেছেন। ***তৃতীয়ত***, এই অঙ্কে পাত্রপাত্রীদের পারস্পরিক কথোপকথনের গতি বা নাট্যক্রিয়া সজীব ও ত্বরান্বিত হয়েছে। ***চতুর্থত***, উদারহৃদয়া পদ্মাবতী উদয়নের কথা গোপনে শুনে রাজার প্রশংসা করলেও মনে একটু দুঃখ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ফলে রাত্রে ঘুম না-হওয়ায় মাথার যন্ত্রণা দেখা দেওয়ার পরের পঞ্চম অঙ্ক (স্বপ্নদৃশ্য) সংঘটিত হতে পেরেছে। ***পঞ্চমত***, তৃতীয় অঙ্কে পদ্মাবতী ও উদয়নের বিবাহকে কেন্দ্র করেই আনন্দ উৎসবে যাতে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা ভুলে না-যায় তার জন্যও চতুর্থ অঙ্কের প্রয়োজন ছিল। ***ষষ্ঠত***, পদ্মাবতীর আন্তরিক সারল্য ও মানসিক ঔদার্যের পরিচয় পাওয়ার জন্য এই কথোপকথন দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। ***সপ্তমত***, বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার চারিত্রিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে অঙ্ক অনেকটা সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন ১১ **'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটক অবলম্বনে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো।**

উত্তর প্রাক্‌কালিদাস যুগের প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস রচিত ছয় অঙ্কের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের নায়ক হলেন বৎসরাজ উদয়ন এবং নায়িকারূপে প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার নাম উল্লিখিত হলেও পদ্মাবতীর চারিত্রিক মূল্য কোনো অংশে কম নয়। নাটকটিতে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্বময় চরিত্র সৃষ্টি করে এবং একই শ্রেণির দুই চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় বৈচিত্র্য প্রকাশ করে নাট্যকার ভাস পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। নাট্যকার ভাস উচ্চকুলজাতা, অতি সুন্দরী, বিশেষগুণসম্পন্না দুই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বাসবদত্তা হলেন উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত মহাসেনের কন্যা এবং বৎসরাজ উদয়নের প্রিয়তমা পত্নী। অন্যদিকে পদ্মাবতী মগধরাজ দর্শকের

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ৯ 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন দৃশ্যটি বর্ণনা করো।

উত্তর প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের ছয় অঙ্কের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে শত্রুরাজা আরুণি কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কূটকৌশলী ধুরন্ধর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে রানি বাসবদত্তার সাময়িক বিচ্ছেদ, পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ, শেষে রাজ্য উদ্ধারের পর উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার পুনর্মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের কাঞ্চনতোরণদ্বারে প্রদ্যোত মহাসেনের কাছ থেকে রৈভ্য নামে কাঞ্চুকীয় এবং বাসবদত্তার ধাত্রী রাজা ও রানির (অঙ্গারবতী) বার্তা বহন করে উপস্থিত। তাঁরা উদয়নের দর্শনপ্রার্থী। এদিকে রাজা হারিয়ে যাওয়া ঘোষবতী বীণার সুরও দেখেশুনে বাসবদত্তার কথা মনে পড়ায় রাজা শোকে মুহ্যমান। বীণা বাসবদত্তাও ভালোবাসতেন। উভয়ের প্রেম ও বিবাহের সেতু। মনে হচ্ছে বীণা সরিয়ে দেওয়া এবং আবার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের প্রথম পদক্ষেপ।

রাজা উদয়ন তাঁর নববিবাহিতা পত্নী পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চুকীয় ও বাসবদত্তার ধাত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। কাঞ্চুকীয় মহারাজ মহাসেনের (রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য) অভিনন্দন বার্তা দিলেন, আর ধাত্রী অঙ্গারবতীর আশীর্বাদবাণী শুনিয়ে বললেন যে, রানি উদয়নকে পুত্রস্নেহের চোখে দেখেন এবং তাঁকে জামাতা করার ইচ্ছা প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার পূর্বেই বাসবদত্তাকে নিয়ে চলে আসায় তাঁরা উদয়ন ও বাসবদত্তার ছবি এঁকে সেই চিত্রফলকে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। সেই চিত্রফলক এখন তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা দেখে রাজা শান্ত হতে পারেন।

রাজার আদেশে চিত্রফলক আনা হলে তাতে বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখে পদ্মাবতী অত্যন্ত বিস্মিতা হয়ে রাজাকে বললেন যে, বাসবদত্তার প্রতিকৃতির মতো এক প্রোষিতভর্তৃকা নারী আবন্তিকা তাঁর কাছে ন্যাসরূপে এক পরিব্রাজক গচ্ছিত রাখেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর কাছে উপস্থিত হলেন তাঁর গচ্ছিত ভগিনী আবন্তিকাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। তখন আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তাকে সেখানে আনা হল। সাক্ষীরূপে দেখে ধাত্রী তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে ভগিনী বলে দাবি করলে রাজা উদয়ন তাঁকে দেখতে চাইলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা উভয়েই আত্মপ্রকাশ করে রাজাকে অভিনন্দন জানালেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁর কৃতকর্মের জন্য পদতলে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। আর পদ্মাবতীও কোনো অজ্ঞাত অপরাধের জন্য বাসবদত্তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। কৌশাম্বী উদ্ধারের জন্য যৌগন্ধরায়ণের আচরিত পন্থার প্রশংসা করে রাজা তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন। রাজা উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার পুনর্মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটল। সাময়িক বিরহের পর বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার এই মিলন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে নাট্যকারের সৃজনশীল রচনার গুণে।

প্রশ্ন ১০ 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এর গুরুত্ব বিচার করো।

অথবা

উদয়ন ও বিদূষকের কথোপকথনের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর প্রাক্কালিদাস যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভাস বিরচিত ছয় অঙ্কের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বিষয় হল —

তৃতীয় অঙ্কের প্রায় কিছুদিন পরের ঘটনা। শরতের এক মধ্যাহ্নে রাজান্তঃপুরের প্রমোদকাননে পরিভ্রমণের জন্য পদ্মাবতীকে আবন্তিকা ও চেটীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেখানে একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসে পদ্মাবতী ও

উঃ 'বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর চরিত্র বিশ্লেষণ' দ্রষ্টব্য।

6. Analyse the special traits of the character of Udayana.

উঃ উদয়নের চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

7. Summarise the contents of Act-I of Svapnavāsavadatta and discuss the relevance of the Brahmacārī episode in it.

Or, Narrate the episode of Brahmacārī as found in the first act of Svapnavasavādatta and indicate its dramatic importance.

উঃ প্রথম অঙ্কের ঘটনাসংক্ষেপ এবং ব্রহ্মচারী চরিত্রের উপস্থাপনার তাৎপর্য— দ্রষ্টব্য।

8. Why is the drama called Svapnavāsavadatta? Relate the incidents described by the poet in the Act connected with the Svapna (dream) giving a short estimate of the poet's skill as an able dramatist.

Or, Explain the appropriateness of the title of the drama Svapnavasavādattam by Bhāsa by making reference to the incidents of the drama.

উঃ স্বপ্নবাসবদত্তার নামকরণ সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা বিশ্লেষণ যুক্ত করে উত্তর দিতে হবে।

9. Summarise the contents of Act-V of the Svapnavāsavadattam and bring out its contribution towards the naming of the drama.

উঃ পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা বিশ্লেষণ ও স্বপ্নদৃশ্যের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

Scanned by CamScanner

গাম্ভীর্যপরায়ণা, স্থিতধী রমণী, অন্যদিকে তাঁর পাশে চিত্রিতা কোমল মধুর শ্রীময়ী পদ্মাবতী চরিত্রটি আমাদের মুগ্ধ না-করে পারে না।

প্রশ্ন ১২ কোন্ পরিস্থিতিতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর হাতে ন্যাসরূপে রাখেন এবং কেন?

উত্তর প্রাক্‌কালিদাস যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভাস বিরচিত ছয় অঙ্কের **স্বপ্নবাসবদত্তম্** নাটকের বৎসরাজ উদয়ন এবং বাসবদত্তার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত রোমান্টিক কাহিনি লোককথা থেকে আহরণ করা হয়েছে। বৎসরাজ উদয়নের হিতৈষী কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ লুপ্ত বৎসরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা শক্তিশালী মগধরাজের সহায়তা লাভের পরিকল্পনা করেন। যে পুষ্পকভদ্র প্রভৃতি দৈবজ্ঞগণ বৎসরাজের রাজ্যনাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তাঁরাই আবার বলেন পদ্মাবতী মহারাজ উদয়নের দ্বিতীয়া মহিষী হবেন। কিন্তু বাসবদত্তা জীবিতা থাকতে উদয়ন কখনোই পুনর্বিবাহ করবেন না, আর মগধরাজ দর্শকও তাঁর ভগিনীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবেন না। তাই মন্ত্রী গোপনে বাসবদত্তাকে সমস্ত বিষয় জানিয়ে রাজ্যোদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আত্মত্যাগে ও কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে কাটাতে রাজি করালেন। তারপর গোপন অভিসন্ধি অনুসারে লাবাণকে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে, তাতে বাসবদত্তা মৃতা এবং তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছেন — এই বার্তা সর্বত্র ঘোষণার ব্যবস্থা করে। যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং বাসবদত্তা আবন্তিকার ছদ্মবেশে মগধের সীমান্তবর্তী এক আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানে উপস্থিত মগধরাজ কন্যা পদ্মাবতীর কাছে ন্যাসরূপে প্রোষিতভর্তৃকা ভগিনীরূপে বাসবদত্তার পরিচয় দিয়ে যৌগন্ধরায়ণ প্রার্থনা করেন যেন পদ্মাবতী কিছুদিনের জন্য তাঁর পালনের তথা চরিত্ররক্ষার দায়িত্ব নেন, কাঞ্চুকীয়ের আপত্তি সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণা পদ্মাবতী সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইভাবে বাসবদত্তাকে যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর হাতে ন্যাসরূপে গচ্ছিত রাখেন।

পদ্মাবতীর হাতে যৌগন্ধরায়ণের ন্যাসরূপে বাসবদত্তাকে গচ্ছিত রাখার কারণ হল — ***প্রথমত***, পদ্মাবতী বিদুষী ও ধর্মপ্রিয়া। সুতরাং, বাসবদত্তার চরিত্র রক্ষায় তিনি সমর্থ হবেন। ***দ্বিতীয়ত***, পরবর্তীকালে উদয়নের কাছে পদ্মাবতী অজ্ঞাতবাসকালে বাসবদত্তার চারিত্রিক সততা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। তখন রাজা উদয়নের মনে কোনো সংশয় থাকবে না। ***তৃতীয়ত***, অদূর ভবিষ্যতে রাজা উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর পরিণয়ের পর বাসবদত্তার সঙ্গে যখন সপত্নী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ ঈর্ষা বা বিরোধ প্রশ্রয় পাবে না, বরং একে অন্যাকে সোদরস্নেহে ভালোবাসবে।

সুতরাং, বলা যেতে পারে, কুশলী ও বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর কাছে ন্যাসরূপে গচ্ছিত রেখে ঠিক কাজ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৩ নাট্যকার হিসাবে ভাসের কৃতিত্ব বিচার করো।

অথবা

"স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ" — বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম "ভাসো হাসঃ" ভাস। মহাকবি কালিদাস, বাণভট্ট, আচার্য দণ্ডী, কবি জয়দেব প্রমুখ প্রাচীন আচার্যদের প্রশংসাসূচক মন্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় মহাকবি ভাস একজন যথার্থ যশস্বী নাট্যকার ছিলেন। কেবলমাত্র রচিত তেরোখানি নাটকের সংখ্যার দিক থেকে নয়, নাট্যরচনাগুলির বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষের দিক থেকেও প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস গৌরবের অধিকারী।

ভাসের তেরোখানি নাটক হল — **(ক) রামায়ণ আশ্রিত** — প্রতিমা ও অভিষেক। **(খ) মহাভারত আশ্রিত** — কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ। **(গ) উদয়নবৃত্তান্ত আশ্রিত** — প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তম্। **(ঘ) লোকবৃত্তান্ত আশ্রিত** — অবিমারক, চারুদত্ত।

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট—২ (ক)

সংস্কৃত ব্যাখ্যা

১। পূর্বং ত্বয়াপ্যভিমতং .... গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ।। (১।৪)

মহাকবি শ্রীভাসবিরচিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তমিতি নাটকস্য প্রথমাঙ্কাদুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। বাসবদত্তামুদ্দিশ্য ছদ্মবেশিনঃ মহামন্ত্রিণঃ যৌগন্ধরায়ণস্য সান্ত্বনাবাক্যমিদম্।

লাবাণকগ্রামে অবস্থানসময়ে উদয়নমহিষী বাসবদত্তা অগ্নিদাহেন দগ্ধা মৃতা চেতি বার্তাং সর্বতঃ উদ্‌ঘোষ্য পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধরায়ণঃ আবন্তিকাবেশধারিণ্যা বাসবদত্তয়া সহ মগধরাজ্যপ্রান্তবর্তিনি কস্মিংশ্চিদ্ আশ্রমপদে সমুপাগতঃ। তত্র চ মগধরাজপুত্র্যাঃ পদ্মাবত্যা আগমনমুপলক্ষ্য সর্বেষাং জনানামুৎসারণা ক্রিয়তে স্ম। অনেন উৎসারণরূপপরিভবেন বাসবদত্তাং ব্যথিতামালোক্য তামুদ্দিশ্য সমাশ্বাসনপূর্বকং ভাষতে যৌগন্ধরায়ণঃ।

তেনোক্তম্—যদ্যপি ইদমুৎসারণম্ অবমানসূচকং তথাপি বাসবদত্তা তেনাত্মানং হৃতমানাং ন মন্যেত, যতঃ যস্যা আগমনমুপলক্ষ্য জনাঃ এবমুৎসার্য্যতে সা ইব বাসবদত্তাঽপি আবন্তিকাবেশপরিগ্রহাৎ প্রাক্ স্বরাজ্যভোগকালে সর্বেষাং সম্মানভাজনম্ আসীৎ। পদ্মাবত্যাঃ গমনমিব তস্যা অপি তদা ঈদৃশং পরিজনসহিতং শ্লাঘ্যং গমনমাসীৎ। অধুনা ত্বয়া দশাবিপর্যয়ঃ অনুভূয়তে ইতি সত্যমেতৎ, পরন্তু উদয়নস্য ভাগ্যোদয়েন সহ স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা সা পুনরপি এবংবিধং সম্মানমুপভোক্ষ্যতে ইতি নাস্তি সন্দেহঃ। উক্তং সর্বমর্থং প্রাজ্ঞঃ যৌগন্ধরায়ণঃ সামান্যোক্ত্যা সমর্থয়ন্ আহ—কদাচিদ্দুঃখং কদাচিচ্চ সুখম্—এবৈব জগতঃ রীতিঃ। কালপর্যয়েন জগতি সর্বমেব পরিবর্তমানম্। নহি ইহ নিরন্তরং দুঃখং নিরন্তরং সুখং বা জনৈঃ উপভুজ্যতে। সুখদুঃখপরম্পরা দৈবায়ত্তা অপি পর্য্যায়ক্রমেণ নরমধিগচ্ছতি। এতচ্চ বিশদীক্রিয়তে উপমামুখেন—চক্রারপঙ্‌ক্তিরিবেতি। যথা রথসংযুক্তস্য চক্রস্য অরাণাং পঙ্‌ক্তিঃ সকৃত্ নীচৈঃ সকৃচ্চ উপরি চলতি তথৈব ভাগ্যপঙ্‌ক্তিরপি অব্যবস্থিতস্থিতিরিতি তাৎপর্যম্। অর্থাৎ মনুষ্যাণাং ভাগ্যং কদাচিৎ উন্নতিমাপ্নোতি কদাচিদ্বা বিপর্যয়েন অবনতিং গচ্ছতি। অস্য শ্লোকস্যানুরূপো ভাবো যথা কালিদাসস্য 'মেঘদূতে'— কস্যাত্যন্তং সুখমুপগতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।। ইতি। যথা বা ভাসবিরচিতে পঞ্চরাত্রনাটকে প্রথমেঽঙ্কে—'অরাণি মনুষ্যানামুন্নমন্তি নমন্তি চ'।

অস্মিন্ শ্লোকে বসন্ততিলকং বৃত্তম্, উপমালঙ্কারশ্চ।

২। প্রদ্বেষো বহুমানো বা . . . মহতী স্বতা।। (১।৭)

মহাকবিভাসবিরচিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তমিত্যভিধেয়স্য নাটকস্য প্রথমাঙ্কাদুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। বৎসরাজস্য উদয়নস্য হৃতরাজ্যস্য পুনরুদ্ধারার্থং

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট - ৫ (ক)

বিষয়মুখী প্রশ্ন ও তার উত্তরসূত্র

1. Briefly discuss what you know about the controversy in regard to Bhāsa and his plays.

Or, Discuss the problem of the authorship of the thirteen plays ascribed to Bhasa.

উঃ ভূমিকাংশে "ভাস-সমস্যা" অংশ দ্রষ্টব্য।

2. Write a clear note on the chief characteristics of the Bhāsa-plays.

Or, Make an estimate of Bhāsa as a dramatist.

উঃ "ভাসের নাট্যরচনাশৈলী" অংশ দ্রষ্টব্য।

3. Elucidate the remark :

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।।

উঃ শ্লোকটি প্রখ্যাত গদ্যলেখক বাণভট্টের "হর্ষচরিত" গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ—মহাকবি ভাস সূত্রধারকর্তৃক আরব্ধ, বহুভূমিকা (পাত্র-পাত্রী) সমন্বিত এবং পতাকা (বা প্রাসঙ্গিককথা) যুক্ত নাটকসমূহ রচনার দ্বারা যশ অর্জন করেছিলেন, যেমন অনেক সূত্রধার (বা শিল্পী) কর্তৃক নির্মিত, বহুভূমিক (বহুতলবিশিষ্ট) এবং পতাকা (ধ্বজা) শোভিত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করে খ্যাতিলাভ করেন। এই শ্লোকটিতে বাণভট্ট তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাসের রচিত নাটকসমূহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে নাটকগুলির প্রশংসা করেছেন।

(এর পর ভাসের "নাট্যরচনাশৈলী" অংশ জুড়তে হবে)।

4. Estimate the character of Yaugandharāyaṇa as a politician in the development of the Svapnavāsavadattam.

Or,
মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
ভবদ্‌যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ।।

Examine the appropriateness of this remark of King Udayana with distinct reference to the diplomatic skill and intelligence of Yaugandharāyana.

উঃ যৌগন্ধরায়ণের চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

5. Draw out the contrast between the characters of Padmāvatī and Vāsavadattā as depicted in Bhāsa's Svapnavāsavadattam with apt references to your text.

Scanned by CamScanner

ন্যাসরক্ষণং পরং কষ্টকরং ভবতি। ন্যাসো নাম কস্যচিৎ পরকীয়স্য দ্রব্যস্য কিয়ৎকালং রক্ষণম্। নির্দ্দিষ্টকালাৎ পরং স্বামিনে তৎ দ্রব্যং যথাযথং প্রত্যর্পণীয়ম্। যদ্দ্রব্যং স্বকীয়ং ন, তস্য রক্ষণদায়িত্বং ন কিমপি সুখমাবহতি পরন্তু কেবলম্ আয়াসদুঃখমেব জনয়তি ইতি হি কাঞ্চুকীয়স্য উক্তেরভিপ্রায়ঃ।

যৌগন্ধরায়ণাভিলাষস্য গরীয়স্ত্বং দুষ্করত্বং চ সমর্থয়িতুং শ্লোকোঽয়মুপস্থাপিতঃ ইতি স্ফুটম্ অর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৪। **পদ্মাবতী নরপতের্মহিষী. . .বিধিঃ সুপরীক্ষিতানি।। (১।১১)**

মহাকবিশ্রীভাসবিরচিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তমিতি নাটকস্য প্রথমাঙ্কে বর্ত্ততেঽয়ং শ্লোকঃ। পদ্মাবত্যাঃ সমীপে কিঞ্চিৎকালপর্যন্তং বাসবদত্তাং ভগিনিকেতি পরিচয়েন নিক্ষিপ্য কিঞ্চিদিব স্বস্থচিত্তস্য যৌগন্ধরায়ণস্য উক্তিরিয়ম্।

হৃতরাজ্যস্য উদয়নস্য সামর্থ্যবৃদ্ধয়ে মগধরাজপুত্র্যা পদ্মাবত্যা সহ উদয়নস্য দ্বিতীয়বিবাহমিচ্ছন্ প্রাজ্ঞঃ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণঃ বাসবদত্তায়াঃ অলীকং নিধনসংবাদং প্রচার্য্য বাসবদত্তয়া সহ বৎসরাজ্যান্নির্গতোঽভবৎ। মগধরাজ্যপ্রান্তভূমৌ কস্মিংশ্চিৎ তপোবনে পদ্মাবতীদর্শনং প্রাপ্য তৎসমীপে চ বাসবদত্তাং স্থাপয়ামাস। ন হি এতৎ সর্বং কর্ম যৌগন্ধরায়ণেন আত্মবুদ্ধ্যা এব কৃতম্। অস্মিন্ ব্যাপারে সিদ্ধপুরুষাণাং বচনমপি বর্ত্ততে। যৈর্হি সিদ্ধপুরুষৈঃ উদয়নস্য রাজ্যাপহরণরূপা বিপত্তিঃ পূর্বং সূচিতা, তে এব মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতী কালান্তরে উদয়নস্য মহিষী ভবিষ্যতীত্যপি উক্তবন্তঃ। অতস্তেষাং সিদ্ধপুরুষাণাং বচনে প্রত্যয়বশাৎ যৌগন্ধরায়ণেন এতৎ সর্বং কৃতম্। ঋষিতুল্যাঃ খলু সিদ্ধা আদেশিকাঃ, তে বিচিন্ত্য যৎ কথয়ন্তি তদবশ্যমেব সত্যং ভবতি। বিধিরপি তেষাং বচনং নাতিক্রামতি। তথাহি ভবভূতিনাপি উত্তররামচরিতে এবমুচ্যতে— "ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি" ইতি।—(১।১০)

কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্।

৫। **নৈবেদানীং তাদৃশাশ্চক্রবাকাঃ....দগ্ধাপ্যদগ্ধা।। (১।১৩)**

কবিকুলহাসস্য ভাসস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য প্রথমে অঙ্কে বর্ত্ততেঽয়ং শ্লোকঃ।

পরিব্রাজকবেশস্য যৌগন্ধরায়ণস্য আবন্তিকাবেশধারিণা বাসবদত্তয়া সহ মগধরাজ্যস্থিতে তপোবনে অবস্থানকালে রাজগৃহাৎ কশ্চিৎ ব্রহ্মচারী তত্র সমাগতঃ। যৌগন্ধরায়ণেন পৃষ্টঃ স ব্রহ্মচারী লাবাণকগ্রামে অগ্নিদাহেন বাসবদত্তা দগ্ধা মৃতা চেতি অলীকং মৃত্যুসংবাদং শ্রুত্বা উদয়নঃ কীদৃশঃ শোকোন্মত্তোঽভবৎ তদেব বর্ণয়তি চক্রবাকদৃষ্টান্তমুখেন।

চক্রবাকাখ্যপক্ষিবিশেষাঃ প্রিয়াবিরহদুঃখাসহিষ্ণব ইতি হি কবিপ্রসিদ্ধিঃ। পরন্তু দৌর্ভাগ্যাৎ রামপ্রদত্তশাপবশাৎ তে রাত্র্যাগমে প্রিয়বিরহিতা ভবন্তি অতিকরুণং চ বিলপন্তি। বাসবদত্তাকৃতে উদয়নস্য বিরহাবস্থাং শোকাতিশয্যং চ দৃষ্ট্বা এতদনুভূয়তে

Scanned by CamScanner

ছদ্মবেশেন নির্গতঃ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণঃ রাজ্ঞ্যা বাসবদত্তয়া সহ মগধরাজস্য প্রান্তভূমৌ কস্মিংশ্চিৎ আশ্রমপদে আগত্য তত্র মগধরাজপুত্রীং পদ্মাবতীং দদর্শ। তদ্দর্শনেন হৃষ্টচিত্তস্য যৌগন্ধরায়ণস্য উক্তিরিয়ম্। অপরিচিতায়াঃ পদ্মাবত্যাঃ প্রথমদর্শনেনৈব কথং তস্য চিত্তে হর্ষানুভবঃ জায়তে ইত্যস্য বিশ্লেষণমূলকমেতৎ।

প্রায়শঃ লোকে দৃশ্যতে যৎ সর্বত্র পুরুষেষু প্রদ্বেষঃ স্নেহাতিশয়ঃ বহুমানোঽত্যাদরো বা সঙ্কল্পাৎ আত্মনঃ মনোভাবাৎ উপজায়তে সঞ্জায়তে। যদি কশ্চিজ্জনঃ আত্মীয়ত্বেন অভিপ্রেতঃ, তদা তস্মিন্ স্বতঃ এব বহুমানো জায়তে, অভিপ্রেতত্বাৎ স আত্মীয়ত্বেন সমাদরভাজনং ভবতি। পক্ষান্তরে যদি অনাত্মীয়ত্বেন গ্রাহ্যঃ কোঽপি, তর্হি তস্মিন্ অনাদরভাব এব স্বাভাবিকঃ। বস্তুতশ্চ যস্য চিত্তে যাদৃশো ভাব উৎপদ্যতে তদ্ভাবানুসারেণৈব সোঽন্যাস্মিন্ স্নেহাতিশয্যং বিদ্বেষভাবং বা প্রদর্শয়তি। যৌগন্ধরায়ণোঽপি আত্মনঃ মনোভাবমনুসৃত্যৈব পদ্মাবত্যাং স্নেহাতিশয্যমনুভবতি। পদ্মাবতী বৎসরাজস্য উদয়নস্য দ্বিতীয়া মহিষী ভবিষ্যতীতি হি আদেশিকানাং বচনম্। মগধরাজেন সহ মৈত্রীবন্ধনেন উদয়নস্য শক্তিবৃদ্ধির্ভবেদিতি বিচিন্তয়তঃ যৌগন্ধরায়ণস্যাপি পদ্মাবত্যা সহ উদয়নস্য বিবাহ অভিপ্রেত এব। অতএব পদ্মাবতীদর্শনেন যৌগন্ধরায়ণস্য চিত্তে স্বজনসন্দর্শনমিব সুখমাবহতীতি দিক্।

অস্মিন্ শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। 'অভিলাষিত্বাৎ' ইতি পদস্য প্রয়োগাৎ কাব্যলিঙ্গালংকারঃ। তথা 'ভর্তৃদারাভিলাষিত্বাৎ' ইত্যাদিনা কারণেন কার্যসমর্থনাৎ অর্থান্তরন্যাসালংকারশ্চ।

৩। **সুখমর্থো ভবেদ্দাতুং. . . ন্যাসস্য রক্ষণম্।। (১।১০)**

মহাকবিভাসস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য প্রথমাৎ অঙ্কাৎ সমুদ্ধৃতঃ শ্লোকোঽয়ম্। বৎসরাজস্য উদয়নস্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণঃ পরিব্রাজকবেশং গৃহীত্বা আবন্তিকাবেশধারিণ্যা বাসবদত্তয়া সহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমন্ মগধরাজ্যং নিকষা কস্মিংশ্চিৎ তপোবনে মগধরাজকন্যায়া পদ্মাবত্যা সহ মিলিত্বা তস্যাঃ সমীপে কিয়ন্তং কালং বাসবদত্তায়াঃ ন্যাসরূপেণ অবস্থানং প্রার্থিতবান্। তপস্বিবেশধারিণঃ যৌগন্ধরায়ণস্য প্রার্থনাং শ্রুত্বা গুরুতরা খল্বিয়ং যাচ্ঞা ইতি কাঞ্চুকীয়েন অভিহিতম্ অনেন শ্লোকসহায়েন।

অর্থো ধনম্ অক্লেশেন যথা তথা দাতুং শক্যঃ, প্রাণা অপি সুখং দাতুং শক্যাঃ। তপসঃ ফলমপি সুখং দাতুং শক্যম্। অন্যৎ সর্বং সুখং ত্যক্তুং শক্যতে কেবলং ন্যাসস্য রক্ষণং দুঃখং দুঃসম্পাদ্যমিত্যর্থঃ। অর্থাদয়মাশয়ঃ—ধনম্ অস্মাকম্ অভীষ্টমপি কদাচিৎ সদুদ্দেশ্যসাধনায় ধনস্য ত্যাগঃ অক্লেশেন সম্ভবতি। এবমেব আত্মজীবনম্ অবশ্যমেব সর্বেষাং পরমপ্রিয়ভূতং ভবতি। বহুকৃচ্ছ্রলব্ধং তপঃফলমপি পরমসম্পদরূপেণ পরিগণ্যতে। পরন্তু এতয়োরুভয়োরপি ত্যাগঃ কদাচিৎ সম্ভবতি। এবমেব অর্থিপ্রার্থনাপূরণায় দ্রব্যান্তরত্যাগোঽপি আয়াসং বিনৈব সম্ভাব্যতে পরন্তু

Scanned by CamScanner

৭। কামেনোজ্জয়িনীং গতে ময়ি....শরঃ পাতিতঃ।। (৪।১)

কবিকুলহাসস্য ভাসস্য স্বপ্নবাসবদত্তমিত্যভিধেয়স্য নাটকস্য চতুর্থাঙ্কান্তর্গতোঽয়ং শ্লোকঃ। মগধরাজকন্যায়াঃ পদ্মাবত্যা পাণিগ্রহণান্তরং মগধনৃপতের্দর্শকস্য প্রমদবনে বিহারকালে বিদূষকমুদ্দিশ্য বৎসরাজস্য উদয়নস্য উক্তিরিয়ম্।

অবন্তিরাজেন মহাসেনেন কৌশলপূর্বকম্ উদয়নঃ বন্দিভাবেন উজ্জয়িনীং নীতঃ স্বকন্যায়াঃ বাসবদত্তায়াঃ বীণাশিক্ষণকার্য্যে চ নিয়োজিতঃ অভবৎ। তদানীং বাসবদত্তাং দৃষ্ট্বা উদয়নস্য মনসি গভীরঃ অনুরাগঃ সঞ্জাতঃ। মনুষ্যাণাং চিত্তেষু যঃ সততম্ প্রণয়ভাবমুৎপাদয়তি স মদনদেবঃ নূনং তস্য পঞ্চবাণান্ এব তমুদ্দিশ্য নিক্ষিপ্তবান্ ইতি প্রতীয়তে। তথাহি কামস্য পঞ্চশরাঃ সন্তি ইতি কবিপ্রসিদ্ধির্বর্ত্ততে। তদ্ যথা— "অরবিন্দমশোকং চ চূতং চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলং চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।।" তে পঞ্চশরাঃ উদয়নস্য চিত্তে এতাদৃশং প্রগাঢ়রূপেণ প্রোথিতা অভবন্ যদ্ অদ্যাপি বহুকালে অতিগতেঽপি তচ্চিত্তং তৈঃ কামপ্রযুক্তৈর্ঘাতকৈঃ পঞ্চভির্বাণৈঃ শল্যযুক্তমিব বর্ত্ততে। বাসবদত্তায়াম্ উপরতায়াং বহুতিথে কালে গতে ইদানীমপি তচ্চিত্তং তাং প্রতি অনুরাগযুক্তং বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। তথাপি পদ্মাবতীপরিণয়ানন্তরং পুনস্তস্য বাসবদত্তাময়ে মনসি পদ্মাবত্যাঃ কৃতেঃ অনুরাগঃ জাতঃ। এতত্তু মনসিজস্যৈব চমৎকারিত্বম্। অতএব তেনোচ্যতে— যদি মদনঃ পঞ্চেষুঃ পঞ্চসংখ্যাপরিমিতশরযুক্তঃ ইতি লোকপ্রসিদ্ধিস্তর্হি অয়ং ষষ্ঠঃ শরঃ পদ্মাবতীবিষয়কাভিলাষোৎপাদকঃ কুতঃ কিম্প্রকারেণ তস্মিন্ নিক্ষিপ্তঃ ইতি। বাসবদত্তাস্মৃতিঃ তন্মনসি সততং বিরাজতে, তথাপি পদ্মাবতীবিষয়ে অভিলাষঃ কথং পুনস্তস্য চিত্তে উদেতীতি বিভাব্যৈব স আশ্চর্যতাং গত ইতি ভাবঃ।

অত্র শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপা অতিশয়োক্তিশ্চালংকারঃ।

৮। যদি তাবদয়ং স্বপ্নো....মে চিরম্। (৫।৯)

কবিকুলহাসভাসবিরচিতস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য পঞ্চমে অঙ্কে শ্লোকোঽয়ং সমুপলভ্যতে।

সমুদ্রগৃহে পদ্মাবত্যাঃ কৃতে প্রতীক্ষাসময়ে নিদ্রাং গত উদয়নঃ নিদ্রিতাবস্থায়ামেব অস্পষ্টদীপালোকে বিরহব্রতচারিণীং বাসবদত্তাং দৃষ্ট্বা তয়া সহ বাক্যালাপং চ কৃত্বা এতদ্বিষয়ে নিশ্চিতোঽভবৎ যৎ বাসবদত্তা জীবিতা এব, অগ্নিদাহেন সা দগ্ধা মৃতা চ ইত্যাদি বচনং মিথ্যৈব। বিদূষকস্তু বাসবদত্তা চিরাদুপরতা ইতি নিশ্চয়াৎ নিদ্রিতাবস্থায়াং স্বপ্নে এব রাজ্ঞঃ বাসবদত্তাদর্শনমভবদিত্যুবাচ। তদানীং রাজ্ঞা শ্লোকোঽয়মুক্তঃ।

রাজা উবাচ— অয়ং বাসবদত্তাদর্শনব্যাপারো যদি কেবলং স্বপ্নো ভবতি, ন যথার্থস্তর্হি স স্বপ্নঃ নিদ্রায়াঃ জাগরণাভাব এব মে আকাঙ্ক্ষিতঃ। বাসবদত্তাদর্শনং মম চিত্তে ইদৃগেব সুখং জনয়তি যৎ স্বপ্নেঽপি তস্যাঃ দর্শনং মে আকাঙ্ক্ষিতমেব।

Scanned by CamScanner

যথ চক্রবাকা অপি নৈব তত্তুল্যং দুঃখিতা ভবন্তি। প্রিয়াবিরহশোকেন অভিভূতঃ উদয়নঃ বিলাপকারুণ্যেন চক্রবাকানপি অতিশেতে। চেতনেম্বপি পুরুষান্তরেষু তৎসাম্যং নাস্তীত্যাহ—নৈবাপ্যন্যে ইতি। স্ত্রীবিশেষৈঃ লাবণ্যপ্রেমাদিগুণবিশিষ্টৈঃ সীতাশকুন্তলাদময়ন্তীপ্রভৃতিভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ রমণীভিঃ বিযুক্তা বিরহিতা অন্যে অপি জনাঃ রামদুষ্যন্তনলপ্রভৃতয়োঽপি তাদৃশাঃ নৈব। প্রিয়াবিরহজনিতকাতরতাবিষয়ে রামদুষ্যন্তাদীনাং বিরহিণাং মূৰ্দ্ধি বৰ্ত্ততে বাসবদত্তাবিযুক্তঃ উদয়ন ইতি ভাবঃ। এবমুদয়নস্য প্রেমোৎকর্ষং বর্ণয়িত্বা তাদৃশস্য প্রেম্নঃ আধারভূতাং বাসবদত্তামপি প্রশংসন্নাহ—সা স্ত্রী ধন্যা পুণ্যবতী যাং ভর্ত্তা তথা জানাতি তস্যাঃ গুণান্ আদ্রিয়তে চ। সা বাসবদত্তা হি ভর্ত্তৃসকাশাৎ তাদৃশং স্নেহং প্রাপ্য দগ্ধা অপি অদগ্ধা, প্রাণবতী ইব প্রতিভাতি। তাদৃশী রমণী ত্যক্তপ্রাণা অপি ভর্ত্তৃস্নেহেন জীবিতা ইব বর্ত্ততে।

অত্র শালিনী বৃত্তম্। যথাবদ্বস্তুবর্ণনাৎ স্বভাবোক্তিরলংকারঃ দগ্ধাপ্যদগ্ধা ইতি বিরোধাভাসশ্চেতি।

৬। সবিশ্রমো হ্যয়ং ভারঃ....নরাধিপঃ। (১।১৫)

ভাসবিরচিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তমিতি নাটকস্য প্রথমাঙ্কে স্থিতোঽয়ং শ্লোকঃ। উদয়নামাত্যেন রুমন্বতা রাজ্ঞঃ রাজ্যস্য চ রক্ষণরূপঃ দায়িত্বভারঃ সুষ্ঠুতয়া নির্বাহ্যতে ইতি বিদিত্বা যৌগন্ধরায়ণঃ তং প্রশংসতি অস্মিন্ শ্লোকে।

উদয়নস্য হিতমিচ্ছন্ তস্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণঃ লাবাণকে অগ্নিদাহেন বাসবদত্তা মৃতেতি বার্তাং প্রচার্য্য স্বয়ং ছদ্মবেশেন বাসবদত্তয়া সার্ধং তৎস্থানাৎ নিষ্ক্রান্তোঽভবন্। শোকাহতস্য রাজ্ঞঃ সান্ত্বনার্থং রাজ্যস্য রক্ষণার্থঞ্চ রুমন্বান্নামা অমাত্যস্তত্র স্থিতঃ। সুষ্ঠুতয়া স ক্লান্তিবর্জিতঃ স্বকীয়ং কার্যভারং বহতি ইতি ব্রহ্মচারিসকাশাৎ শ্রুত্বা যৌগন্ধরায়ণোঽত্র তং প্রশংসন্নাহ—বাসবদত্তারক্ষণরূপো মদীয়ো যঃ কার্যভারস্তস্মিন্ বিশ্রামস্য অবকাশো বর্ত্ততে পদ্মবত্যাঃ সমীপে তস্যাঃ নিক্ষেপাৎ। সুশীলা ধর্মপরায়ণা চ পদ্মাবতী নূনমেব বাসবদত্তারক্ষণে সমর্থা ভবিষ্যতীতি বিচিন্ত্য নির্বৃতোঽস্তি সঃ। তস্য রুমন্বতস্তু রাজ্ঞস্তথা রাজ্যস্য সংরক্ষণরূপো যঃ শ্রমঃ তস্য সম্প্রত্যপি বর্ত্তমানতয়া ন কাচিদপি বিশ্রান্তির্ভবতি। অপি চ বাসবদত্তাপরিপালনরূপভারাপেক্ষয়া নৃপতিরক্ষণং রাজ্যসংরক্ষণঞ্চ অধিকতরং গুরুভারমিত্যত্র নাস্তি সন্দেহঃ। যতঃ যস্মিন্ অধীনো নরাধিপঃ তস্মিন্ হি অধীনং সর্বং রাজ্যসম্বন্ধি কার্যজাতম্। রাজনি সতি রাজ্যে শৃঙ্খলা বর্ত্ততে, ইদানীং তু রাজা রুমন্বতঃ অধীনস্থো জাতঃ, অতঃ তস্মিন্নেব সর্বরক্ষা আয়ত্তা ইতি ভাবঃ। এবং গুরুভারং বহতঃ জনস্য কুতঃ বিশ্রমস্য অবকাশঃ ইত্যেব হি যৌগন্ধরায়ণস্য আশয়ঃ।

অত্র উত্তরার্দ্ধপ্রতিপাদ্যেন সামান্যেন দ্বিতীয়চরণপ্রতিপাদ্যো বিশেষঃ সমর্থিতঃ ইতি সামান্যেন বিশেষসমর্থনং নাম অর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

Scanned by CamScanner

অধুনা সকলোদ্দেশ্যাঃ ন ... যথাচে ...
স্বকৃতকর্মার্থং তস্য পাদয়োঃ পতিতঃ ক্ষমাং যথাচে।

অনেন শ্লোকেন তৎকর্ম প্রশশংস এব।

উদয়নঃ জগাদ—ভবান্ যৌগন্ধরায়ণোঽতীব প্রাজ্ঞঃ কূটকৌশলী চ মে সচিবঃ। অন্যবিধৈর্বা ভবান্ সর্বদা সর্বথা চ মম হিতায় চেষ্টতে। শত্রুভিঃ আক্রান্তঃ বিপর্যয়েরহং ভূয়োভূয়ঃ বিপৎসাগরে নিমজ্জিতোঽপি ভবতঃ প্রযত্নৈঃ সমুদ্ধৃতোঽভবম্। যদাহং মহাসেনপ্রদ্যোতেন বন্দিত্বেন তদ্রাজ্যং নীতোঽভবম্ তদা ভবানেব অলীকোম্মত্ততাচেষ্টিতৈঃ মাং তস্মাৎ স্থানাদুদ্ধৃতবান্। কদাচিদ্বা বিপদি আগতায়াং ভবান্ রিপুভিঃ সার্দ্ধং সবিক্রমং যুদ্ধং কৃত্বা বিজয়লাভমকরোৎ। পুনশ্চ সচিবোচিতৈঃ নীতিশাস্ত্রানুযায়িমন্ত্রণাদানৈস্তথা কঠোরপ্রযত্নৈশ্চ ভবান্ কতিবারং মম উদ্ধারকারী অভবৎ। এবং মদ্বিধাঃ জনাঃ ভবদ্বিধৈঃ অমাত্যৈঃ বিপৎসাগরে মজ্জন্তোঽপি উদ্ধৃতা ভবন্তি। অধুনাপি বাসবদত্তাং প্রচ্ছাদ্য ন ভবান্ অপরাধং কৃতবান্। পরন্তু বিজয়লাভরূপঃ মহান্ উপকার এব ত্বয়া সাধিতঃ। অতস্ত্বং ন দোষার্হঃ. পরন্তু সর্বথা মম কৃতজ্ঞতাভাজনমেব।

অত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। অমাত্যস্য যোগ্যতাবিষয়ে প্রভোরুক্তিরিয়ং তস্য গৌরবমেব সূচয়তি।

১১। রূপশ্রিয়া সমুদিতাং গুণতশ্চ যুক্তাং.... ।। (৫।১)

কবিকুলহাসভাসবিরচিতস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য পঞ্চমে অঙ্কে শ্লোকোঽয়ং সমুপলভ্যতে। লাবাণকগ্রামে অগ্নিদাহেন বাসবদত্তা দগ্ধা মৃতা চেতি সমাকর্ণ্য নিতরাং শোকবিহ্বলঃ উদয়নঃ কালগত্যা মগধরাজকন্যাং পদ্মাবতীং পত্নীরূপেন লব্ধা কথঞ্চিৎ মনসিসান্ত্বনামলভত। অধুনা তু পদ্মাবতীং শিরঃপীড়াভিভূতাং জ্ঞাত্বা তস্য চিত্তং পুনঃ সাতিশয়ং দুঃখভারাক্রান্তং জাতম্। বাসবদত্তায়াঃ যথা করুণঃ পরিণামোঽভবৎ এবমেব পদ্মাবত্যা অপি ভবিতুমর্হতীতি চিন্তয়তস্তস্য উক্তিরিয়ম্—রূপশ্রিয়েতি।

রূপশ্রিয়া সমুদিতাং রূপসৌভাগ্যসমন্বিতাং গুণতশ্চ দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণৈশ্চ যুক্তাং সম্পন্নাং প্রিয়াং পত্নীং পদ্মাবতীং প্রাপ্য রাজ্ঞঃ উদয়নস্য বাসবদত্তাবিপ্রযুক্তস্য পূর্বশোকঃ বাসবদত্তাবিয়োগজনিতঃ সন্তাপঃ কথঞ্চিৎ মন্দীভূতঃ অল্প ইব জাতঃ। যদ্যপি পূর্বাঘাতস্য বেদনা অধুনাপি তস্য চিত্তে জাগরূকা, যদ্যপি বাসবদত্তাবিয়োগজনিতঃ শোকঃ নিতরাং তং পীড়য়তি, তথাপি রূপগুণশালিনীং কান্তাং প্রাপ্য তস্য পূর্ববেদনা কিঞ্চিৎ উপশমং গতা ইতি ভাবঃ। পরন্তু সা পদ্মাবত্যপি শিরঃপীড়য়া কাতরা ইতি শ্রুত্বা তস্য চিত্তং কিমপি শঙ্কান্বিতং জাতম্। পূর্বানুভূতস্য দুঃখস্য স্মৃতিরেব তস্য সমুদ্বেগকারণম্। যতঃ বাসবদত্তা ইব পদ্মাবতী অপি বেদনাক্রান্তা সতী বিনাশং গমিষ্যতীতি তেন সম্ভাব্যতে। বিপন্নো জনঃ সর্বতো

Scanned by CamScanner

স্বপ্নভঙ্গে জাতে বাসবদত্তা ন দৃশ্যতে ইতি চেত্তর্হি অহং জাগরণং নেচ্ছামি। অথবা যদায়ং বাসবদত্তাদর্শনব্যাপারঃ মতিভ্রমঃ স্যাৎ, যদি বস্ত্বন্তরে ভ্রান্তিবশাৎ বাসবদত্তাদর্শনং ভবতি তর্হি নাহং মে ভ্রমসংশোধনমিচ্ছামি। পরন্তু ইয়ং মে ভ্রান্তিশ্চিরস্থায়িনী ভবতু যদ্বশাৎ অহং চিরমেব বাসবদত্তাসম্মেলনসুখমনুভবামীতি মম বাসনা।

অস্মিন্ শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৯। কঃ কং শক্তো রক্ষিতুং....রুহ্যতে চ। (৬।১০)

কবিকুলহাসভাসবিরচিতস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য ষষ্ঠাঙ্কে বর্ততেঽয়ং শ্লোকঃ। বাসবদত্তায়াঃ কৃতে শোকসন্তপ্তম্ উদয়নমুদ্দিশ্য অবন্তিরাজ্যাদাগতস্য কাঞ্চুকীয়রৈভ্যস্য সান্ত্বনাবাক্যমিদম্। উদয়নেন মহাসেনপুত্রী বাসবদত্তা অপহৃতা পরন্তু ন রক্ষিতা, অগ্নিদাহেন তস্যাঃ জীবনাবসানম্ অভবদিতি হেতোঃ লজ্জাকুণ্ঠিতমনাঃ বৎসরাজঃ কাঞ্চুকীয়ং দৃষ্ট্বা বিলপতি। কাঞ্চুকীয়শ্চ তং সান্ত্বয়িতুং অমোঘং কালপ্রবাহনিয়মং বিবৃণোতি।

পরিবর্তমানেঽস্মিন্ জগতি সর্বে প্রাণিনো হি মরণশীলা ভবন্তি। মরণসময়ে সমায়াতে ন হি কোঽপি জীবঃ জীবিতুং শক্নোতি। 'নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি। কুশাঙ্কুরেণ বিদ্ধোঽপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি।।' —ইতি নিয়মাৎ নিধনকালে প্রাপ্তে কোঽপি কমপি রক্ষিতুং ন সমর্থঃ ভবতি। অস্মিন্ বিষয়ে কাঞ্চুকীয়েন রজ্জুবদ্ধস্য ঘটস্য দৃষ্টান্তো দীয়তে। তথাহি কূপে প্রেরিতস্য ঘটস্য রজ্জুর্দৈবাৎ ছিন্না ভবতি চেৎ তর্হি ঘটস্য অধঃপতনং ন কোঽপি বারয়িতুং শক্নোতি। তথৈব বাসবদত্তায়াঃ জীবনকালঃ পূর্ণোঽভবৎ। অতস্তস্যাঃ নিধনং জাতমিত্যত্র উদয়নস্য কোঽপি দায়ভারঃ নাস্তি। বস্তুতশ্চ অস্মিন্ বিষয়ে চেতনানাম্ অচেতনানাং বা প্রাণিনাং পদার্থানাং বা এক এব নিয়মো দৃশ্যতে। স্পষ্টচেতনাঃ নরাঃ অস্পষ্টচেতনাঃ বৃক্ষাশ্চ একমেব বিধিমনুসৃত্য যথাকালং জায়ন্তে, প্রাপ্তে চ অন্তিমে কালে মৃত্যুমুখং যান্তি চ। নাস্ত্যস্মিন্ বিষয়ে কস্যাপি কিমপি স্বাতন্ত্র্যম্। ঈশ্বরেচ্ছয়া কর্মফলানুসারেণ বা কালে কালে সর্বেষাম্ উৎপত্তির্বিনাশশ্চ আগচ্ছত্যেব।

অত্র শালিনীবৃত্তম্। শ্লোকস্য পূর্বার্দ্ধে দৃষ্টান্তালংকারঃ উত্তরার্দ্ধে তুল্যপদযোগাৎ উপমা চ।

১০। মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ.......মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ।। (৬।১৮)

কবিকুলহাসস্য ভাসস্য ষষ্ঠাঙ্কসমন্বিতস্য স্বপ্নবাসবদত্তাভিধেয়স্য নাটকস্য ষষ্ঠাঙ্কে শ্লোকোঽয়ং সমুপলভ্যতে। প্রবাদপ্রতিমস্য মন্ত্রিশ্রেষ্ঠস্য যৌগন্ধরায়ণস্য কর্মকুশলতাং প্রশংসন্ উদয়নঃ শ্লোকমিমমুচ্চারিতবান্।

হৃতরাজ্যস্য উদয়নস্য সামর্থ্যবৃদ্ধয়ে মহামন্ত্রিণা যৌগন্ধরায়ণেন সকৌশলং বাসবদত্তাং প্রচ্ছাদ্য মগধরাজপুত্র্যা পদ্মাবত্যা সহ উদয়নস্য দ্বিতীয়বিবাহঃ সংঘটিতঃ।

Scanned by CamScanner